



স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহে “নবজাতক ও শিশুদের সর্বাপেক্ষা কাম্য খাওয়ানোর অভ্যাস ’-এর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন করছে

Posted On: 05 SEP 2017 12:25PM by PIB Kolkata

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন করছে। এ বছরের পুষ্টি সপ্তাহের মূল ভাব হচ্ছে “ নবজাতক ও শিশুদের সর্বাপেক্ষা কাম্য খাওয়ানোর অভ্যাস (আই.ওয়াই.সি.এফ.): শিশুর সুস্বাস্থ্য”। এই সময়ে শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুস্থ থাকার জন্য সঠিক পুষ্টির গুরুত্ব নিয়ে সপ্তাহব্যাপী সচেতনতা অভিযান চালানো হচ্ছে।

সর্বাপেক্ষা কাম্য আই.ওয়াই.সি.এফ. অভ্যাসের প্রচারের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক “মা — মায়ের অসীম মমতা” (এম.এ.এ. — মাদার অ্যাবসলিউট এফেকশন) কর্মসূচির সূচনা করেছে, যাতে দেশজুড়ে শিশুদের মধ্যে স্তন্যপানের ক্ষেত্রব্যাধিনো যায় এবং সঠিক স্তন্যপানের অভ্যাস বাড়ানো যায়। এম.এ.এ. (মা) কর্মসূচির অধীনে জেলা ও ব্লক পর্যায়ে কর্মসূচি পরিচালক সহ ৩.৭ লক্ষ আশাকর্মী, ৮২,০০০ স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক, স্টাফ নার্স, এ.এন.এম.-কে সচেতন করা হচ্ছে এবং ২০,০০০-এরও বেশি কর্মীকে আই.ওয়াই.সি.এফ. নিয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ পর্যায়ে সচেতন করার জন্য সঠিক স্তন্যপানের অভ্যাস নিয়ে আলোচনা করার জন্য আশাকর্মীদের মাধ্যমে ১.৪৯ লক্ষেরও বেশি মায়ের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে।

এই পুষ্টি সপ্তাহে (এন.এন.ডব্লিউ.) বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন মায়ের বৈঠক এবং কর্মসূচি পরিচালক, চিকিৎসক, স্টাফ নার্স, এ.এন.এম. সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে জেলা ও ব্লক পর্যায়ে কর্মশালা ইত্যাদি। সমাজের মধ্যে আই.ওয়াই.সি.এফ. অভ্যাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে সচেতনতার জন্য গ্রাম পর্যায়ে অঙ্গনওয়াড়িকে দ্রুতগোলাতে ‘গ্রাম স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস’ (ডি.এইচ.এন.ডি.) অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া রুগ্ন ও সময়ের আগে জন্ম নেওয়া শিশুর যাতে সঠিক স্তন্যপান সুনিশ্চিত হতে পারে, তার জন্য ‘স্তন্যপান ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র’ স্থাপন করতে সম্প্রতি ‘ন্যাশনাল গাইডলাইনস অন ল্যাকটেশন ম্যানেজমেন্ট সেক্টর ইন পাবলিক হেলথ ফেসিলিটিজ’-এর প্রকাশ করা হয়েছে।

শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য স্তন্যপান হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর, সাশ্রয়ী ব্যবস্থা। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই স্তন্যপান করানোর পদ্ধতি মেনে চললে নবজাতক শিশু মৃত্যুর হার অন্তত ২০% প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেসব নবজাতককে স্তন্যপান করানো হয়না, তাদের ক্ষেত্রে স্তন্যপান করানো শিশুদের তুলনায় নিউমোনিয়ায় ১৫ গুণ এবং ডায়রিয়ায় ১১ গুণ মৃত্যুর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই দুটি অসুখ হচ্ছে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর একটা বড় কারণ। তাছাড়া যেসব শিশুদের স্তন্যপান করানো হয়না তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস, স্থূলত্ব, এলার্জি, হাঁপানি, রক্তাল্পতা, আচমকা মৃত্যু ইত্যাদির ঝুঁকি বেড়ে যায়। মৃত্যু ও অসুস্থতার এই সব বিষয় ছাড়াও স্তন্যপানের ফলে বুদ্ধিমত্তা (আই.কিউ.) বিশেষ প্রভাব পড়ে।

তবে বর্তমানে স্তন্যপান করানোর প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক তথ্য অনুযায়ী গত এক দশকের মধ্যে শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্তন্যপান করানোর প্রবণতা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে অর্থাৎ ২০.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪১.৬ শতাংশ হয়েছে। শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র স্তন্যপান করানোর প্রবণতা আগের ৪৬.৪ শতাংশের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪.৯ শতাংশ হয়েছে। তবে এই প্রবণতাকে আরও বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্তন্যপানের প্রবণতা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

SK/ A.D.....

(Release ID: 1501769) Visitor Counter : 2

Background release reference

পুষ্টি সপ্তাহের মূল ভাব হচ্ছে “ নবজাতক ও শিশুদের সর্বাপেক্ষা কাম্য খাওয়ানোর অভ্যাস (আই.ওয়াই.সি.এফ.): শিশুর সুস্বাস্থ্য”।

